যুগান্তর

তারিখ 5 JUN 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

শিগগিরই চালু হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকার যৌথ প্রকল্প

হাসান আরেফিন

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে নানামুখী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। সর্বস্তরের মানুষের জন্য শিগগিরই চালু হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে এক থেকে দু'বছরের মধ্যে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ের একটি করে কক্ষ বরাদ্দ থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া রোধে চালু করা হচ্ছে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম। প্রাক-প্রাথমিকের জন্য একটি নীতিমালা তৈরির কাজও প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এদিকে মানসম্মত খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধ এবং ক্লাসে উপস্থিতির হার বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ জন্য বিশ্বব্যাংক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি দুর্গম চর, হাওর ও বাঁওড় এলাকায় শিশুবান্ধব শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে সরকার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, শহরাঞ্চলে বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরেপড়ার হার কম। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ওকতেই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কার্যক্রম থেকে অনেক বয়স পর্যন্ত দূরে থাকে। এতে তারা শিক্ষা কার্যক্রমে পিছিয়ে পড়ে এবং সহপাঠীদের সঙ্গে

কার্যক্রম : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

কার্যক্রম : স্কুল ফিডিং

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বৈষম্য তৈরি হয়। এক ধরনের অনীহার কারণে পরবর্তীকালে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরেপড়ে অনেকে। এছাড়া শিক্ষা নিয়ে শিশুদের মধ্যে এক ধরনের ভীতিও কাজ করে। গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এটি একটি অন্তরায়। বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়েই সরকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পর্যায়ক্রমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দ্রুত এ কার্যক্রম শুরুর জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা শিগগিরই অনুমোদন পাচ্ছে। শিক্ষায় বৈষম্য কমিয়ে আনা, মানসম্মত খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি, ভর্তি ও উপস্থিতির হার এবং প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনী হার বৃদ্ধি করা আর ঝরেপড়া রোধে স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রায় ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের চরম দারিদ্র্যপীড়িত ৮০টি উপজেলায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চলতি অর্থবছর থেকেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের চর, হাওর ও বাঁওড় এলাকার মতো দুর্গম অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব এলাকায় শিশুবান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যও একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ২১০টি উপজেলার ২ হাজার ১০০ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের টিফিন পিরিয়ডে উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ করা এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে অভিভাবক ও সমাজকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে শিশুবান্ধব পরিবেশে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সব জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নেই। পিটিআইবিহীন এমন ১০টি জেলা সদরে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (পিটিআই) স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরেই এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হবে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিন জানান, দেশে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ জন্য সরকার বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে— সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়), ৬১ জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প, তিন পার্বত্য জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প, কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প। শিগগিরই এসব প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে।